আমাদের সময়

তারিখ ... 31 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৩ ...

রাবির হল দখল করল ছাত্রলীগ

রাবি সংবাদদাতা ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) জিয়াউর রহমান হল দখল করেছে ছাত্রলীগ। শনিবার দিনগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দখলের সময় হলের আবাসিক ছাত্র শিবিরের তিন কর্মীকে মারধর করে দুজনকে পুলিশে দেওয়া হয়। এ সময় ভাঙচুর করা হয় শিবিরকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ৪১৯, ৪২৯নং কক্ষ। পরে হলে তল্লাশি চালিয়ে শিবিরের আরও এক কর্মীকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় ওই হলসহ আশপাশের হলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আটক শিবিরকর্মীরা হলেন– অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী তানজিল আহমদ, পরিসংখ্যান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আপন, আরবি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এনায়েত।

ওই হলের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, শিবির নেতা আবদুস সালাম হলের ২২৬ নম্বর কক্ষে কর্মীদের নিয়ে জড়ো হয়েছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার রাত আড়াইটার দিকে রাবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আতিকুর এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

রাবির হল দখল করল ছাত্রলীগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) রহমান সুমন, গণযোগাযোগবিষয়ক সম্পাদক আজহারুল ইসলাম শাওন, ছাত্রলীগ কর্মী ইমাম মেহেদিসহ কয়েকজন নেতাকর্মী সেখানে যান। কিন্তু সেখানে আব্দুস সালামকে তারা পাননি। পরে শিবির কর্মীদের ধরতে হলের বিভিন্ন কক্ষে খোঁজ করেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। তারা হলের ২২৪, ২২৬ ও ২১০নং কক্ষ থেকে শিবিরকর্মী তানজিল, আপন ও আশিককে ধরে মারধর করে। একপর্যায়ে শিবিরকর্মী আশিক ছাত্রলীগের কাছ থেকে পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ এলে তানজিল ও আপনকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। পরে হলে তল্লাশি চালিয়ে শিবিরকর্মী এনায়েতকে আটক করে পুলিশ। এ ছাড়া ২২৪নং কক্ষ থেকে শিবিরের জিহাদি বই ও নথি উদ্ধার করা হয়।

মতিহার থানার ওসি (তদন্ত) অশোক চৌহান বলেন, হলে শিবির ও ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। আমরা গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছি। সেখানে গিয়ে তিন শিবিরকর্মীকে আটক করা হয়েছে এবং হলের ২২৪নং কক্ষ থেকে জিহাদি বই ও নথি উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক অনিল চন্দ্র দেব বলেন, 'গভীর রাতে কিছু ছাত্রের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এখন হলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক।